

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের

ইজারা নীতিমালা- ২০১৯

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তনঃ

- (ক) এ নীতিমালা “বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ইজারা নীতিমালা- ২০১৯” নামে অভিহিত হবে।
- (খ) এ নীতিমালা “বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভবন/স্থাপনা, কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, উন্মুক্ত মাঠ, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, কৃষি জমি, জলাশয়, কার পার্ক, কনকোর্স হল, দর্শক গ্যালারী, পরিবহন সেবা, পাবলিক টয়লেট, আবর্জনা নিষ্কাশন, হ্যাংগার প্রভৃতি কাজের উদ্দেশ্যে ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২। উদ্দেশ্যঃ

- (ক) ICAO Annex-9 (Facilitation) এর চাহিদা পূরণের নিমিত্ত এয়ারলাইন্স ও এভিয়েশন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের জন্য বিমানবন্দরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ।
- (খ) বিমানবন্দরে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সৌন্দর্য বর্ধন।
- (গ) কর্তৃপক্ষের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রাজস্ব আয়বৃদ্ধি।

৩। সংজ্ঞাসমূহঃ

- (ক) কর্তৃপক্ষঃ ‘কর্তৃপক্ষ’ বলতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর ধারা ৩ মোতাবেক গঠিত ‘বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)’-কে বোঝাবে।
- (খ) বোর্ডঃ ‘বোর্ড’ বলতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর ধারা ৯ মোতাবেক গঠিত বোর্ডকে বোঝাবে।
- (গ) চেয়ারম্যানঃ ‘চেয়ারম্যান’ বলতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মোতাবেক বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বোঝাবে।
- (ঘ) ইজারাঃ ‘ইজারা’ বলতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি (যেমন: ভবন, স্থাপনা, কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, হ্যাংগার, কৃষি জমি, নার্সারী, জলাশয়, কার পার্ক, কনকোর্স হল, দর্শক গ্যালারী, পাবলিক টয়লেট প্রভৃতি) এ নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবহারের অনুমতিকে বোঝাবে। ইজারার মাধ্যমে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না, শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত হবে।
- (ঙ) বিলবোর্ডঃ ‘বিলবোর্ড’ বলতে পাবলিক প্লেসে (স্থানে) বা সড়কপার্শ্বে Structurally Sound একাধিক খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত অথবা কোন স্থায়ী স্থাপনার গায়ে আঁটানো (Fixed) স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাপের প্যানেল বা বোর্ডকে বোঝাবে- যা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নিমিত্ত ব্যবহার করা হয়।
- (চ) ইউনিপোলঃ ‘ইউনিপোল’ বলতে পাবলিক প্লেসে (স্থানে) বা সড়কপার্শ্বে Structurally Sound একটি খুঁটি বা পোল দ্বারা স্থাপিত নির্দিষ্ট পরিমাপের প্যানেল বা বোর্ডকে বোঝাবে- যা বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থাপন করা হয়।
- (ছ) প্ল্যাকার্ডঃ ‘প্ল্যাকার্ড’ বলতে মোটা কাগজ বা কাপড় এবং সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা তৈরী বিজ্ঞাপনকে বোঝাবে, যা ফ্রেমের মাধ্যমে মাটিতে বা খুঁটির মাধ্যমে স্থাপন করা হয়।
- (জ) ব্যানারঃ ‘ব্যানার’ বলতে হালকা কাপড় (Fabric) বা সমজাতীয় দ্রব্য দ্বারা তৈরী বিজ্ঞাপনকে বোঝাবে, যা কোন খুঁটির সাহায্যে বা ভবনের সাথে স্থাপন করা হয়।
- (ঝ) লাইটবক্সঃ ‘লাইটবক্স’ বলতে দেয়ালে অথবা কুলন্ত অবস্থায় স্থাপিত আয়তাকার বা বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা সজ্জিত বিজ্ঞাপন বোর্ডকে বোঝাবে।
- (ঞ) ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ডঃ ‘ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড’ বলতে আয়তাকার/বৃত্তাকার/বর্গাকার বোর্ড, যা এলইডি, এলসিডি মনিটর ইত্যাদির যে কোন মাধ্যমে সাধারণ বা বৈদ্যুতিক সংযোগের সাহায্যে এক বা একাধিক বিজ্ঞাপন চিত্র প্রদর্শন করাকে বোঝাবে।
- (ট) কৃষি জমিঃ ‘কৃষি জমি’ বলতে কর্তৃপক্ষের সাময়িক অব্যবহৃত উঁচ-নিচ চাষযোগ্য জমিকে বোঝাবে।

- (ঠ) জলাশয়ঃ 'জলাশয়' বলতে কর্তৃপক্ষের নিচু জমি যেখানে মাছ চাষের উপযোগী পানি জমে থাকে-এরূপ জলাধার'কে বোঝাবে।
- (ড) ব্যক্তিঃ ব্যক্তি বলতে যে কোন ব্যক্তি (Natural Person) ও আইনানুগ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (Legal Person) কে বুঝাবে।
- (ঢ) কনকোর্স হ্রঃ 'কনকোর্স' হ্র বলতে টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে আগমনী ও বহির্গমনকারী যাত্রীদের অভ্যর্থনা বা বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে আগত জনসাধারণের অবস্থানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে বোঝাবে।
- (ণ) দর্শক গ্যালারীঃ 'দর্শক গ্যালারী' বলতে টার্মিনাল ভবনের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে বোঝাবে- যেখান থেকে জনসাধারণ বিমানবন্দরে আকাশযান চলাচল অবলোকন করতে পারে।
- (ত) পার্কিং এলাকাঃ 'পার্কিং এলাকা' বলতে বিমানবন্দরে আগমনকারী যানবাহনের নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের (পার্কিং করার) জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানকে বোঝাবে।
- (থ) ফ্লোর স্পেসঃ 'ফ্লোর স্পেস' বলতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ভবনের ভিতরের জায়গাকে বোঝাবে।
- (দ) কক্ষঃ 'কক্ষ' বলতে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যে কোন ভবনের যে কোন কক্ষকে বোঝাবে।
- (ধ) ভবন/স্থাপনাঃ 'ভবন/স্থাপনা' বলতে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভবন/স্থাপনাকে বোঝাবে।
- (ন) পাবলিক টয়লেটঃ 'পাবলিক টয়লেট' বলতে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন এলাকায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের নির্মিত টয়লেটকে বোঝাবে।
- (প) আবর্জনা ও আবর্জনা নিষ্কাশনঃ 'আবর্জনা' বলতে বেবিচকের যে কোন এলাকার উচ্ছিষ্ট পণ্য/বর্জ্য-কে বোঝাবে। 'আবর্জনা নিষ্কাশন' বলতে নির্ধারিত স্থানে স্তুপীকৃত/রক্ষিত আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করাকে বোঝাবে।
- (ফ) যাত্রী সহায়তা সার্ভিসঃ 'যাত্রী সহায়তা সার্ভিস' বলতে যাত্রী সাধারণের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থাকে নির্ধারিত স্থান হতে যাত্রী সাধারণের সহযোগিতা প্রদানকে বোঝাবে।
- (ব) পরিবহন সার্ভিসঃ 'পরিবহন সার্ভিস' বলতে সকল বিমানবন্দরে আগমনী ও বহির্গমনকারী যাত্রী সাধারণ ও যাত্রী সাধারণ কর্তৃক বহনকৃত মালামাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ভাড়া পরিবহন ব্যবস্থাকে বোঝাবে।
- (ভ) ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনঃ 'ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপন' বলতে বিদ্যুৎ/সৌর বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি/জেনারেটর চালিত মনিটর বা বড় পর্দার মাধ্যমে যে কোন তথ্য বা বিজ্ঞাপন উপস্থাপন বা পরিবেশনকে বোঝাবে।
- (ম) হেল্পডেস্কঃ 'হেল্পডেস্ক' বলতে যাত্রী সাধারণকে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার তথ্য প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তাকে বোঝাবে।
- (য) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাঃ 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা' বলতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত ও ব্যবহৃত সকল স্থাপনা (ফ্লোর/টয়লেট/কক্ষ/উন্মুক্ত অঞ্চল ইত্যাদি) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাকে বোঝাবে।
- (র) এভিয়েশন কার্যক্রমঃ 'এভিয়েশন কার্যক্রম' বলতে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, আইন ২০১৭ এবং বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি অনুযায়ী বিমান চলাচলের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রমকে বোঝাবে।
- (ল) বাণিজ্যিক কার্যক্রমঃ 'বাণিজ্যিক কার্যক্রম' বলতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কার্যক্রমকে বোঝাবে।
- (শ) এয়ারলাইন্সঃ 'এয়ারলাইন্স' বলতে যাত্রী এবং মালামাল বহনকারী উড্ডয়নকৃত বা অবতরণকৃত আকাশযানকে বোঝাবে।
- (ষ) স্বল্প মেয়াদী ইজারাঃ 'স্বল্প মেয়াদী ইজারা' বলতে কর্তৃপক্ষের কোন ভবন/স্থাপনা/কক্ষ অনূর্ধ্ব ০৩ (তিন) মাসের জন্য ইজারা প্রদানকে বোঝাবে।
- (স) হেলিকপ্টার সার্ভিসঃ 'হেলিকপ্টার সার্ভিস' বলতে আকাশপথে যাত্রী, পণ্য, ডাক ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সেবাসহ প্রশিক্ষণ, কৃষি, নির্মাণকাজ, চিত্রগ্রহণ, জরিপ, পর্যবেক্ষণ, টহল, তল্লাশী, উদ্ধারকাজ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিকভাবে হেলিকপ্টার দ্বারা প্রদানকৃত সেবাকে বোঝাবে।
- (হ) হ্যাঞ্জারঃ 'হ্যাঞ্জার' বলতে যে কোন আকাশযান মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থানকে বোঝাবে।
- (ড়) চুক্তিনামাঃ 'চুক্তিনামা' বলতে কর্তৃপক্ষের সহিত ইজারাগ্রহিতার সম্পাদিত ইজারা দলিল'কে বোঝাবে।
- (ঢ) অংগীকারনামাঃ 'অংগীকারনামা' বলতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ইজারাগ্রহিতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি'কে বোঝাবে।

৪। (অ) আবেদনের ভিত্তিতে ইজারাঃ

- ক) বিমানবন্দরে পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্স/হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানঃ বিমানবন্দরে অপারেশন পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্স-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে ও শর্তে হ্যাংগার স্পেস/ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস/স্পেস ইজারা প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছরভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশন কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরবর্তীতে উক্ত ইজারার মেয়াদ প্রতিবারে অনূর্ধ্ব ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্য প্রযোজ্য হবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, AOC (Air Operator Certificate) এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাসের অধিক উত্তীর্ণ হলে অথবা উক্ত এয়ারলাইন্সের কোন অপারেশনাল কার্যক্রম ৬ (ছয়) মাসের অধিক বন্ধ থাকলে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত স্থাপনা/স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃপক্ষকে সাথে সাথে হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবে। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ মালামাল বাজেয়াপ্তসহ সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে উচ্ছেদ পূর্বক দখল গ্রহণ করতে পারবে।
- খ) বিমানবন্দরে স্থাপিত সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানঃ বিমানবন্দরে কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে শুধুমাত্র সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে ও শর্তে ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস/স্পেস ইজারা প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে ইজারার মেয়াদ প্রতিবারে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- গ) এভিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস (এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেন্টেনেন্স সার্ভিস) : বিমানবন্দরে সুষ্ঠু এভিয়েশন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিস হিসাবে বিবেচিত এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেন্টেনেন্স সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যে অথবা ঐ স্থানের আশেপাশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ইজারামূল্য-এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি হবে সেই ইজারামূল্যের শর্তে ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস ইজারা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এভিয়েশন এবং অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরবর্তীতে উক্ত ইজারার মেয়াদ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে অনূর্ধ্ব ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষের ফ্লাইট সেফটি এন্ড রেগুলেসন্স বিভাগ হতে এয়ারক্রাফট/ফ্লাইট মেইন্টেনেন্স বিষয়ে অপারেশনাল অনুমতি সাপেক্ষে এরূপ ইজারা নবায়ন করা হবে।
- ঘ) যাত্রীসেবার স্বার্থে বেসরকারী/ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানঃ যাত্রীসেবার স্বার্থে বেসরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান (যেমন: ব্যাংক/ মানি এক্সচেঞ্জ /এটিএমবুথ/ হোটেল কাউন্টার/ প্রচার-প্রচারণা বুথ/ যাত্রী সহায়তা সার্ভিস/ সেবা/লাগেজ র্যাপিং/ কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদির জন্য কক্ষ/ফ্লোর স্পেস/স্পেস ইত্যাদি) পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যের দ্বিগুণ ইজারামূল্য অথবা ঐ স্থানের আশেপাশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ইজারামূল্য-এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশি হবে সেই ইজারামূল্যের শর্তে ইজারা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক ব্যবসায়িক আচরণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- উপরোক্ত প্রতিটি ইজারার ক্ষেত্রে এভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী ইজারা নবায়ন ও ইজারামূল্য পর্যদ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

- ৬) ফুড কোর্ট/লাউঞ্জ/ডে-রুম/রেস্টুরেন্ট/দোকান/শুকুমুক্ত বিপনীঃ ফুড কোর্ট/লাউঞ্জ/ডে-রুম/রেস্টুরেন্ট/দোকান/শুকুমুক্ত বিপনী ইত্যাদির জন্য জায়গা/ফ্লোর স্পেস/নির্ধারিত স্থান ইত্যাদি পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যের দ্বিগুণ ইজারামূল্য অথবা ঐ স্থানের আশেপাশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান সর্বোচ্চ ইজারামূল্যে-এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশী হবে সেই ইজারামূল্যের শর্তে ইজারা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক ব্যবসায়িক আচরণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে সর্বোচ্চ আরো ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- এভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী ইজারা নবায়ন ও ইজারামূল্য পর্যদ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
- ৮) বিলবোর্ড/ইউনিপোল/প্ল্যাকার্ড/ব্যানার/সাইনেস/লাইটবক্স/ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড ইত্যাদিঃ
- বিমানবন্দরের সৌন্দর্য বর্ধন এবং দেশের স্বনামখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য/সেবা বিক্রয় বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড/বিলবোর্ড/ইউনিপোল/প্ল্যাকার্ড/ব্যানার/সাইনেস/লাইটবক্স ইত্যাদি স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত স্থান খালি থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্যের দ্বিগুণ ইজারামূল্য অথবা ঐ স্থানের আশেপাশে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যমান সর্বোচ্চ ইজারামূল্যে-এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশী সেই ইজারামূল্যের শর্তে ইজারা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধিতে প্রাথমিকভাবে সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর হবে।
- ইজারাগ্রহিতার সন্তোষজনক ব্যবসায়িক আচরণ সাপেক্ষে ও বিমানবন্দরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলমান রাখার প্রয়োজনীয়তার আলোকে উক্ত ইজারার মেয়াদ শেষে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তিমূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- এভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পরবর্তী ইজারা নবায়ন ও ইজারামূল্য পর্যদ সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।
- ৪ (আ)
- ক) টার্মিনালের বাহিরে নার্সারীর জন্য কৃষি জমিঃ নার্সারীর জন্য কৃষি জমি সর্বোচ্চ ৫০(পঞ্চাশ) শতাংশ হারে আবেদনের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ০১(এক) বছরের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ইজারামূল্যে ইজারা প্রদান করা যাবে।
- ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- খ) স্বল্প মেয়াদী ইজারাঃ এককালীন ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনা উপলক্ষে কোন ভবন/স্থাপনা/কক্ষ/ফ্লোর স্পেস ইত্যাদি স্বল্প মেয়াদের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে। এরূপ ইজারা অনূর্ধ্ব ০৩(তিন) মাসের জন্য হবে। উক্তরূপ ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনা সম্পন্ন/সমাপ্ত হবার সাথে সাথে ইজারাচুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ইভেন্ট/অনুষ্ঠান/ঘটনার প্রকার বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ইজারামূল্য প্রযোজ্য হবে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ইজারার মেয়াদ আরো সর্বোচ্চ ১(এক) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে।
- ৫। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারাঃ
- ক) রেস্টুরেন্ট, দোকান, এটিএম বুথ, কৃষি জমি, জলাশয়ঃ
- টার্মিনাল ভবনের বাহিরে রেস্টুরেন্ট, দোকান, এটিএম বুথ, কৃষি জমি, জলাশয় উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধি ও বছর ভিত্তিক নবায়নের শর্তে প্রাথমিকভাবে ০৩(তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে।
- ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
- এভাবে ০৫(পাঁচ) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাস্থলটি খোলা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। খোলা দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে।



(খ) কার পার্ক, পাবলিক টয়লেটঃ

টার্মিনাল ভবনের বাহিরে কার পার্ক, পাবলিক টয়লেট উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে।
ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
এভাবে ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাস্থলটি খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
খোলা দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে।

(গ) কনকোর্স হল ও দর্শক গ্যালারী, পরিবহন সেবা, আবর্জনা/বর্জ্য নিষ্কাশনঃ

কনকোর্স হল ও দর্শক গ্যালারী, পরিবহন সেবা, বিমানবন্দরের ভিতরে ও বাহিরের আবর্জনা/বর্জ্য নিষ্কাশন উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ০১ (এক) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে।
ইজারাগ্রহিতার ব্যবসায়িক সন্তোষজনক আচরণের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক ইজারামূল্য/ভিত্তি ইজারামূল্যের উপর প্রতি বছর ২.৫% বৃদ্ধির শর্তে ০১(এক) বছর করে আরো সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর নবায়ন করা যাবে।
এভাবে ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারাস্থলটি খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
খোলা দরপত্রের মাধ্যমে পুনরায় ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে বিগত ০৩(তিন) বছরের গড় ইজারামূল্যকে ভিত্তিমূল্য হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে।

৫(ঘ) তবে, শর্ত থাকে যে, উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে নবায়নের আবেদন করতে হবে। অন্যথায়, প্রতি আর্থিক সনের ৩০ জুন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে। খোলা দরপত্রের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর গ্রহণ করতে হবে। সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর একাধিক হলে দরদাতাদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে যে কোন একজনকে ইজারাগ্রহিতা নির্বাচন করতে হবে। কোন ইজারাস্থলের ইজারামূল্য নির্ধারিত সিলিং/ইজারামূল্যের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের পর্ষদ সভা কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৬। খাস আদায়ঃ দৈনিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য কর্তৃপক্ষের এরূপ ইজারাস্থল কোন কারণে ইজারা না হলে অন্তর্বর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্ত ইজারাস্থলের খাস আদায়ের লক্ষ্যে দৈনিক ভিত্তিক আদায় করতে পারবে। উক্ত খাস আদায়ের সর্বোচ্চ ১০% অর্থ খাস আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা যাবে।

৭। ইজারা/লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মাবলীঃ

- ক) সকল ইজারা কার্যক্রম অর্থ বছর (জুলাই-জুন) ভিত্তিক এবং ৩০ জুনের মধ্যে ইজারা কার্যক্রম আবশ্যিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে। যৌক্তিক কারণে পূর্ণ বছরের পরিবর্তে বছরের আংশিক সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা হলে ইজারাগ্রহিতা ঐ সময়ের জন্য হারাহারি ভাবে ইজারামূল্য ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করবে তবে বছর গণনার ক্ষেত্রে তা পূর্ণ বছর হিসেবে বিবেচ্য/গণ্য করা হবে।
- খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারা প্রদানের জন্যে কার্যাদেশ জারীর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ইজারাস্থল হস্তান্তর করতে হবে। তবে যুক্তিসংগত কারণে ইজারাস্থল হস্তান্তর করা সম্ভব না হলে হস্তান্তরের তারিখ হতে ইজারার মেয়াদ কার্যকর হবে।
- গ) প্রত্যেক ইজারাস্থলের জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত ইজারাগ্রহিতা কর্তৃক ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপিসহ নিজ খরচে ৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদনসহ ০৩ (তিন) সেট অংশীকারনাম দাখিল করতে হবে। উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে প্রয়োজনীয়তার নিরীখে কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বিভিন্ন শর্তাদি আরোপ কিংবা বিলোপ করতে পারবে।
- ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন ইজারাস্থলের ইজারার শর্ত ও অন্যান্য বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারামূল্যসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধপূর্বক ইজারাগ্রহীতাকে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে ইজারামূল্যসহ অন্যান্য পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাঁর জমাকৃত আর্গেটম্যানি/জামানত বাজেয়াপ্ত বলে গণ্য হবে।
- চ) প্রতিটি বিমানবন্দর একটি KPI (Key Point Installation), বিধায় কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দরের নিরাপত্তার স্বার্থে কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন ইজারাগ্রহীতার কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ এবং ২৪(চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- ছ) বিমানবন্দরের সুষ্ঠু অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন, সৌন্দর্যবর্ধন এবং প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে যে কোন ইজারা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।
- জ) বিমানবন্দরের অপারেশনাল এলাকা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশেপাশের জমি, মাস্টার প্লানের আওতাভুক্ত জমি, বিমানবন্দর অথবা সুষ্ঠু বিমান চলাচল ও নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য জমি/জলাশয় ইত্যাদি ইজারা প্রদান করা যাবে না।

- বা) প্রয়োজনীয় শর্তাদিসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তিপত্র মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণকারী ইউনিট প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি ইজারাচুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন। উক্ত চুক্তিপত্রের কোন শর্ত পরিবর্তন/সংযোজন করতে হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- ঞ) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃপক্ষের পাওনাদি পরিশোধে অনিয়মিত হলে বা ব্যবসায়িক আচার-আচরণ সন্তোষজনক না হলে/বিমানবন্দরে নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে বিবেচিত হলে যে কোন ব্যক্তি, এয়ারলাইন্স, সরকারী, বেসরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানের ইজারা বাতিল/নবায়ন বিবেচনা না করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ট) চুক্তিপত্র/কার্যাদেশে ভিন্ন কিছু উল্লেখ করা না থাকলে, ইজারাগ্রহীতা মূল অবকাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন না করে ইজারাস্থলে নিজ খরচে স্থানান্তরযোগ্য অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও সাজসজ্জা করতে পারবে। ইজারাগ্রহীতা ইজারাস্থলের স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো/সাজসজ্জা নিজ খরচে বিমানবন্দরের সার্বিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল বিভাগ/সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর ব্যবস্থাপকের সাথে সমন্বয়পূর্বক ডেকোরেশন, প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ করে নিবোউক্ত কাজের আনুষঙ্গিক খরচ কোন অবস্থাতেই ইজারামূল্যের সহিত সমন্বয় করা হবে না এবং ইজারার মেয়াদ শেষে উক্ত ডেকোরেশন খুলে নেয়ার সময় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামোর কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা যাবে না, করলে বেবিচক'কে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।
- ঠ) ইজারামূল্যের উপর সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ও সময়ে সময়ে পুনঃ নির্ধারিত ভ্যাট/আয়কর এবং অন্য যে কোন চার্জ এবং সকল প্রকার Utility Charge যথা: বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল ইত্যাদি পরিশোধসহ সংশ্লিষ্ট আইনকানুন এবং কর্তৃপক্ষের সময়ে সময়ে প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন পালনে ইজারাগ্রহীতা বাধ্য থাকবে। এই সকল চার্জ ইজারামূল্যের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- ড) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৈধ কাগজপত্রসহ নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত যথাসময়ে নবায়নের আবেদন না করা হলে ইজারাগ্রহীতা নবায়নে আগ্রহী নয় মর্মে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে ইজারা বাতিলসহ তাঁর নিকট সমুদয় পাওনা জামানত হতে সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট জামানত (যদি থাকে) বাজেয়াপ্ত করতঃ কর্তৃপক্ষ ইজারাস্থল পরবর্তী ইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।
- ঢ) সরকারী ভ্যাট/আয়কর ইত্যাদিসহ কর্তৃপক্ষের ইজারামূল্য ও আনুষঙ্গিক পাওনা ইজারাগ্রহীতা প্রতিবছর অগ্রীম পরিশোধ করবে। ইজারামূল্য পরিশোধের পর বছরের যে কোন সময়ে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘনের কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারাচুক্তি বাতিল করা হলে পরিশোধিত ইজারামূল্য ফেরত দেয়া হবে না। তবে, বিমানবন্দরের উন্নয়নমূলক কাজ, নিরাপত্তা, সৌন্দর্য বিধান, সূষ্ঠ অপারেশন, জনস্বার্থে প্রশাসনিক কাজে বা জরুরী যে কোন প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইজারাচুক্তি বাতিল করা হলে চুক্তি বাতিলের দিন হতে চুক্তি সমাপ্তির দিন পর্যন্ত সময়ে শুধুমাত্র অতিরিক্ত পরিশোধিত ইজারামূল্য সমন্বয়ের বিষয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রকৌশল বিভাগ, আইন শাখা অথবা অন্য যেকোন বিভাগ/শাখার মতামত সাপেক্ষে উক্ত ইজারামূল্য ফেরত প্রদান করিবে।
- ণ) যুক্তিসংগত কারণে বিশেষ ক্ষেত্রে ইজারাস্থলের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক কাজ, পূর্ত কাজের জন্য যৌক্তিক সময়কাল (Construction Period) প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হলে আলোচ্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালক/বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক/প্রকৌশল শাখার মতামতের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সময় ছাড় (Rebate/Waiver) প্রদান করতে পারবে।
- ত) কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক, নিরাপত্তাজনিত কারণে অথবা যে কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণে অথবা জনস্বার্থে বা জরুরী যেকোন প্রয়োজনে কোন ইজারা বাতিল করলে ইজারাগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন কোন স্পেস বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ থাকলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত ইজারামূল্যে উহা বিবেচনা করা যেতে পারে।
- থ) ইজারাগ্রহীতা চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইজারার কাজ চালিয়ে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলে অবশ্যই তা হস্তান্তরের তারিখের ৯০(নব্বই) দিন পূর্বেই কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। অন্যথায় হস্তান্তরের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩(তিন) মাসের ইজারামূল্য কর্তন শেষে অবশিষ্ট ইজারামূল্য কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে।
- দ) ইজারামূল্য বকেয়া থাকলে এবং নির্ধারিত সময়ে ইজারাস্থল হস্তান্তর না করা হলে ইজারাগ্রহীতাকে উচ্ছেদ করা যাবে এবং কর্তৃপক্ষের সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণসহ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যে কোন প্রকার ব্যবসায় ইজারাগ্রহীতা/প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য/কালো তালিকাভুক্ত ঘোষণা করা যাবে।

- খ) ইজারাগ্রহীতা ইজারাকালীন অতিরিক্ত সময় ইজারাস্থল তার দখলে রাখলে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করলে তা নিষ্পন্ন হওয়ার পর অতিরিক্ত সময়/মামলা চলাকালীন ইজারামূল্যের উপর ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত সুদ/সারচার্জ, ভ্যাট ও আয়কর আদায় করতে হবে।
- ন) ইজারাস্থলের চুক্তি বাতিল করার প্রেক্ষিতে ইজারাগ্রহীতার নিকট ইজারামূল্য, ভ্যাট, আয়কর বা অন্য কোন পাওনা থাকলে তা কর্তৃপক্ষের নিকট জমাকৃত জামানত হতে সমন্বয় করা যাবে।
- প) ইজারাগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মচারীদের পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, জাতীয় পরিচয়পত্র ইজারাগ্রহীতাকে সংরক্ষণ করতে হবে। নিরাপত্তা পাস গ্রহণের ক্ষেত্রে পুলিশ ডেরিফিকেশন সম্পাদন ও সন্তোষজনক প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে তা গ্রহণ করতে হবে।
- ফ) নিরাপত্তার স্বার্থে ইলেকট্রিক্যাল লোড নিরাপদ সীমায় রাখার উদ্দেশ্যে ইজারাগ্রহীতা ইজারাস্থলে যে কোন বৈদ্যুতিক, যোগাযোগ ও কম্পিউটার সরঞ্জাম/যন্ত্রাদি সংস্থাপনের পূর্বে অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লোড কর্তৃপক্ষের ই/এম বিভাগ হতে অনুমোদন নিতে হবে। এ কারণে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটলে বা বেবিচকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণসহ ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ব) নিরাপত্তার স্বার্থে ইজারাগ্রহীতা ইজারাস্থলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নিজ খরচে সংযোজন করতে হবে। এ কারণে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটলে বা বেবিচকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণসহ ইজারাগ্রহীতার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- ভ) গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অন্যান্য ইউটিলিটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত/সম্ভাব্য লোড অনুযায়ী ০৩(তিন) মাসের সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা দিতে হবে।
- ম) ইজারাগ্রহীতাকে ইজারা নীতিমালার পরিপন্থী কোন আচরণের কারণে উচ্ছেদ করা হলে বা মামলাজনিত কারণে ইজারাগ্রহীতার নিকট কর্তৃপক্ষ বকেয়া পাওনা থাকলে তা আদায়ের ক্ষেত্রে বেবিচকের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে কিস্তি সুবিধা প্রদান করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০৩ কিস্তিতে বেবিচ কর্তৃপক্ষের সমুদয় পাওনা ০৬ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
- ৮। উপরোক্ত শর্তাবলী ছাড়াও ইজারাচুক্তি সম্পাদন ও নবায়নের সময় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নতুন শর্ত আরোপ করতে পারবে।
- ৯। নীতিমালা রিভিউ করণঃ প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সময়ে সময়ে এ নীতিমালা রিভিউ করা যাবে; তবে পর্যদ সভার অনুমোদন ব্যতীত এ নীতিমালার কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে না।
- ১০। রহিতকরণ ও হেফাজতঃ ইজারা নীতিমালা-২০১৯ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথে ইজারা নীতিমালা-২০১৭ বাতিল বলে গণ্য হবে, তবে ইজারা নীতিমালা-২০১৭ এর অধীন ইতঃপূর্বে সম্পাদিত ইজারাচুক্তি, উক্ত চুক্তিতে বর্ণিত ও পর্যদ সভায় গৃহীত শর্ত সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- ১১। তফশিল: (পরিশিষ্ট 'ক' 'খ' 'গ' ও 'ঘ')
- (ক) চুক্তিনামা (নমুনা)
- (খ) অংগীকারনামা (নমুনা)
- (গ) বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা (নমুনা)
- (ঘ) ইজারা নবায়ন ফরম (নমুনা)।

এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিজুর রহমান
 বিএসপি, বিইউপি, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
 চেয়ারম্যান
 বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
 ফোন: ৮৯০১৪০০
 e-mail: chairman@caab.gov.bd